প্রথম আলো

তারিখ ..21 AUG 2016...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ১... ... ......

# বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

## গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করুন

বাংলাদেশে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ও তাঁদের মা-বাবার জন্য বেশ উদ্বেগ ও ভোগান্তির বিষয়; নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক চাপও বটে। এর বিপরীত দিকে, এ সময়টা পাবলিক ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য কোটি কোটি টাকা 'আয়ের' মৌসুম!

২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফরম বিক্রি করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আয় করেছে যথাক্রমে ৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ও ৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকা! দেশে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৩৮। তাহলে প্রতিবছর ভর্তির মৌসুমে কী বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে!

এ কারণেই কি আট বছর ধরে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালু করা যাচ্ছে না? সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয় পরীক্ষা পদ্ধতির সফল ও স্বচ্ছ দৃষ্টান্ত থাকার পরেও কেন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ে আগ্রহী নয়? কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেওয়ায় কিছু সমস্যা হতে পারে ভেবে শিক্ষাবিদেরা সুপারিশ করেছেন গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিও এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছে। কিন্তু তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুরোনো পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে আগ্রহী নয় কেন?

ইউজিসির নির্দেশনা হলো, ভর্তি পরীক্ষা বাবদ মোট আয়কৃত অর্থের ৪০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিতে হবে। কিন্তু তা না করে সিংহভাগ টাকা 'সম্মানী'র নামে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইউজিসির এমন নির্দেশনার অর্থ কী? ভর্তি ফরম বিক্রি করে 'আয় করা' বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হতে পারে না। ভর্তি পরীক্ষা বাবদ যে অর্থ খরচ হয়, তার অতিরিক্ত টাকা ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন?

ফরম বিক্রির অনৈতিক ব্যবসা বন্ধ হোক। গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করুন। এ বছরেই সম্ভব না হলে অন্তত ধাপে ধাপে এটা শুরু করা উচিত।